চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দূর্ঘটনায় ভারতীয় নাগরিক নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় সড়ক দূর্ঘটনায় ভারতীয় নাগরিক তফন বিশ্বাস (৪২) নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার রাত ১০টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে একটি আখবোঝায় পাউয়ার ট্রলারের ধাক্কায় তিনি নিহত হন। তিনি ভারতের ২৪ পরগনা জেলার জুববাড়িয়া গ্রামের ওমর বিশ্বাসের ছেলে।

দামুড়হুদা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সুকুমার বিশ্বাস জানান, রাত ১০টার দিকে ভারতীয় নাগরিক তফন বিশ্বাস দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি পাসপোর্টধারী ভারতীয় নাগরিক হিসেবে বৈধপথে সীমান্ত অতিক্রম করে চুয়াডাঙ্গায় এসেছিলেন। দূর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তার লাশ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতে পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শামীম কবির জানান, রাতে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে ময়না তদন্ত করা হবে।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

অভিশংসিত হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হয়েছে মার্কিন।প্রতিনিধি পরিষদে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তৃতীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিশংসিত হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ইমপিচ করতে যে পরিমাণ ভোট প্রয়োজন, হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভে প্রথম দুই অভিযোগের ভোট গণনায় ঐ পরিমাণ ভোট পড়েছে বলে জানানো হয়েছে।

তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হবে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের চেয়ারের অনুমোদন দেয়ার পর। তার বিরুদ্ধে দু’টি অভিযোগের ক্ষেত্রেই অভিশংসনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট পড়েছে প্রতিনিধি পরিষদে। প্রথম অভিযোগের ক্ষেত্রে ২৩০ ভোট পড়েছে অভিশংসনের পক্ষে এবং ১৯৭ ভোট পড়েছে বিপক্ষে।

দ্বিতীয় অভিযোগের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় ২১৬ ভোটের বেশি সংখ্যক ভোট পড়েছে। ঐ অভিযোগে অভিশংসনের পক্ষে পড়েছে ২২৯ ভোট ও বিপক্ষে ১৯৮ ভোট। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে মি. ট্রাম্প হলেন অভিশংসিত হওয়া তৃতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর ফলে এখন উচ্চকক্ষ সেনেটে মি ট্রাম্পের বিচার হবে – তবে সেনেটে যেহেতু রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত তাই সেখানে এটি পাস হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দুটি হলো, তিনি তার পদ ব্যবহার করে তার ডেমোক্র্যাট রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে ইউক্রে ইউক্রেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন, এবং দ্বিতীয়টি হলো অভিশংসনের তদন্তকাজে সহায়তা করতে অস্বীকার করে তিনি কংগ্রেসের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছেন। সেনেটের বিচার অনুষ্ঠিত হবে জানুয়ারি মাসে।
সুত্র: বিবিসি বাংলা

ভারতে অনুষ্ঠিত মার্শাল আর্ট এ স্বর্ণ পদক পেলেন মেহেরপুরের হুসাইন

ভারতে অনুষ্ঠিত বুম ওপেন এশিয়া এমেচার মিক্সড মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়ন শিপএ ৫৭ কেজি ওজন বিভাগে মিক্সড মার্শাল আর্ট এ স্বর্ন পদক লাভ করেছে মেহেরপুরের গাংনীর হুসাইন কবির। হুসাইন

কবির উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের মোঃ হায়দার আলির ছেলে।
ওপেন এশিয়া এমেচার মিক্সড মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়ন শিপ বাংলাদেশ দল থেকে তিনি অংশ নেন।

টুর্নামেন্টে স্বর্ন জয়ী হুসাইন কবিরের সাথে তার শিক্ষক রাজন হালদার লিটন,প্রশিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন হাবিব পারভেজ এবং দলিয় টিম ম্যানেজার ছিলেন আবিদ হাসান তানভীর।
- গাংনী প্রতিনিধি

ই-পাসপোর্টের উদ্বোধন ১৭ ডিসেম্বর

আগামী ১৭ ডিসেম্বের এই পাসপোর্ট সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রথমেই রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকারের হাতে ই-পাসপোর্ট দেওয়া হবে।
এরপর তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ই-পাসপোর্ট চালুর জন্য জার্মানির ভেরিডোস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়। তাদের কারিগরি সহযোগিতায় এটি চালু হচ্ছে। দুই ক্যাটাগরির ই-পাসপোর্টে চার ধরনের ফি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদি জরুরি ও অতি জরুরি ই-পাসপোর্ট থাকছে।
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, কানাডাসহ ১১৮টি দেশে ই-পাসপোর্ট চালু আছে। ১১৯ নম্বর দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্টের যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ২নং টার্মিনাল ইমিগ্রেশনে সাতটি ই-গেট স্থাপন করা হয়েছে। এই ই-গেট দিয়ে দ্রুততম সময়ে ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করে যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবেন। এনআইডি ও পাসপোর্ট অধিদফতরের সার্ভারের সঙ্গে ই-গেট সংযুক্ত থাকবে। সঠিক পাসপোর্টধারী ব্যক্তি ছাড়া এই গেট দিয়ে পার পাওয়া অসম্ভব।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের জানান,

অনেক দিনের প্রত্যাশিত ই-পাসপোর্ট সেবা পেতে যাচ্ছেন নাগরিকরা। এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ই-পাসপোর্ট উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৭ ডিসেম্বর। এদিন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকারের হাতে ই-পাসপোর্ট তুলে দেওয়া হবে।
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদফতর সূত্র জানিয়েছে, ই-পাসপোর্ট একটি বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট, যাতে একটি ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোপ্রসেসর চিপ সংযুক্ত থাকবে। এই মাইক্রোপ্রসেসর চিপে পাসপোর্টধারীর বায়োগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক (ছবি, আঙুলের ছাপ ও চোখের মণি) তথ্য সংরক্ষণ করা হবে, যাতে পাসপোর্টধারীর পরিচয় নিশ্চিত করা যায়।
এ ছাড়া ই-পাসপোর্টে ৩৮ ধরনের নিরাপত্তা ফিচার থাকবে। বর্তমানে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ডেটাবেইসে যেসব তথ্য আছে, তা ই-পাসপোর্টে স্থানান্তর করা হবে। ই-পাসপোর্টের আবেদনপত্র পূরণ করতে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বা জন্ম নিবন্ধন সনদ (বিআরসি) অনুযায়ী। অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কম) আবেদনকারী, যার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নেই, তার মা-বাবার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
সূত্র জানায়, জার্মানি থেকে এরইমধ্যে ই-পাসপোর্টের প্রিন্ট কপি দেশে চলে এসেছে। জার্মানির ভেরিডোস কোম্পানির চুক্তি অনুযায়ী ৩০ লাখ ই-পাসপোর্ট বই জার্মানি থেকে প্রিন্ট করিয়ে সরবরাহ করবে। এরপর থেকে ই-পাসপোর্ট বাংলাদেশে প্রিন্ট করা হবে। সে জন্য রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়িতে কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। ওই কারখানা থেকে ই-পাসপোর্ট ছাপানো অব্যাহত থাকবে।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ই-পাসপোর্ট সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া এখন সময়ের ব্যাপার। চার ধরনের ফির বিধান রেখে ই-পাসপোর্টের ফি নির্ধারণ করেছে সরকার। ই-পাসপোর্টের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সত্যায়ন করতে হবে না। এমনকি ছবি সংযোজন ও তা সত্যায়ন করারও দরকার হবে না। তবে পাসপোর্ট পেতে জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি লাগবে।
ই-পাসপোর্টের পৃষ্ঠাসংখ্যা, মেয়াদকাল, বিতরণের ধরন অনুসারে ভ্যাট ছাড়া সর্বনিম্ন ফি ৩ হাজার ৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ফি ১২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে পাসপোর্টের জরুরি ফি ভ্যাটসহ ৩ হাজার ৪৫০ টাকা এবং অতি জরুরি ফি ভ্যাটসহ ৬ হাজার ৯০০ টাকা।
সূত্র জানায়, ই-পাসপোর্ট ও এমআরপি দুটিই চালু থাকবে। নাগরিকরা যে ধরনের পাসপোর্টের জন্য আবেদন করবে, তাদের সেই পাসপোর্টই

সরবরাহ করা হবে। পাসপোর্ট হবে ৪৮ ও ৬৪ পৃষ্ঠার। নতুন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বিতরণের পদ্ধতি তিন ধরনের। সাধারণ, জরুরি ও অতি জরুরি। দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিলে এবং অন্যান্য তথ্য সঠিক থাকলে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে ২১ কর্মদিবসের মধ্যে।
জরুরিভাবে পাসপোর্ট আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিলে এবং অন্যান্য তথ্য ঠিক থাকলে ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পাসপোর্ট দেওয়া হবে। অতি জরুরি পাসপোর্ট ৭২ ঘণ্টা বা ৩ দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে পাসপোর্টের আবেদনকারীকে নিজ উদ্যোগে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ সংগ্রহ করে আবশ্যিকভাবে আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে।
তবে পুরনো অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নবায়নের ক্ষেত্রে অতীব জরুরি পাসপোর্ট ২ দিনে, জরুরি পাসপোর্ট ৩ দিনে এবং সাধারণ পাসপোর্ট ৭ দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। ৪৮ পৃষ্ঠার ৫ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি ৩ হাজার ৫০০ টাকা, জরুরি ফি ৫ হাজার ৫০০ টাকা ও অতীব জরুরি ফি ৭ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১০ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি ৫ হাজার টাকা, জরুরি ফি ৭ হাজার টাকা ও অতীব জরুরি ফি ৯ হাজার টাকা। এ ছাড়া ৬৪ পৃষ্ঠার ৫ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি ৫ হাজার ৫০০ টাকা, জরুরি ফি ৭ হাজার ৫০০ টাকা ও অতীব জরুরি ফি ১০ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১০ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি ৭ হাজার টাকা, জরুরি ফি ৯ হাজার টাকা ও অতীব জরুরি ফি ১২ হাজার টাকা।
বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকরা সাধারণ ও জরুরি পাসপোর্ট পেলেও তারা অতি জরুরি আবেদন করতে পারবেন না। সাধারণ আবেদনকারীকে ৫ বছর মেয়াদের ৪৮ পৃষ্ঠার পাসপোর্ট পেতে ১০০ মার্কিন ডলার এবং জরুরি পাসপোর্ট পেতে ১৫০ মার্কিন ডলার ফি দিতে হবে। একই পৃষ্ঠার ১০ বছর মেয়াদি পাসপোর্ট পেতে খরচ করতে হবে ১২৫ মার্কিন ডলার ও ১৭৫ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের মুদ্রা। ৬৪ পৃষ্ঠার ৫ বছর মেয়াদি পাসপোর্টের জন্য সাধারণ ফি ১৫০ মার্কিন ডলার এবং জরুরি ফি ২০০ মার্কিন ডলার। একই পৃষ্ঠার ১০ বছর মেয়াদি পাসপোর্টের জন্য বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিককে সাধারণ ফি বাবদ ১৭৫ মার্কিন ডলার এবং জরুরি পাসপোর্ট বাবদ ২২৫ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের মুদ্রা দিতে হবে।
তবে বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের জন্য এই ফি কমানো হয়েছে। বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিক বা শিক্ষার্থীদের ৫ বছর মেয়াদি ৪৮ পৃষ্ঠার পাসপোর্ট পেতে সাধারণ আবেদনে ৩০ মার্কিন ডলার ও জরুরি ক্ষেত্রে ৪৫ মার্কিন ডলার এবং ১০ বছর মেয়াদে ৫০ মার্কিন ডলার ও ৭৫ মার্কিন ডলার ফি দিতে হবে। ৬৪ পৃষ্ঠার পাসপোর্ট পেতে

এ ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ বছরের জন্য ১৫০ ডলার ও ২০০ ডলার এবং ১০ বছরের জন্য ১৭৫ ডলার এবং ২২৫ ডলার বা সমমূল্যের মুদ্রা। তবে সাধারণ বসবাসকারী, শ্রমিক বা শিক্ষার্থীদের এসব ফির সঙ্গে দূতাবাস প্রদত্ত সারচার্জও যুক্ত হবে।
ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদুর রহমান জানান, ই-পাসপোর্ট নিয়ে আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করেছি। প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনের পরই ই-পাসপোর্ট বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

পেঁয়াজের দাম বাড়ায় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

পেঁয়াজের দাম বাড়তে বাড়তে এবার তা ভারতের কোথাও কোথাও ২০০ রুপি ছুঁতে চলেছে। পেঁয়াজ ইস্যুতে সরকারবিরোধীদের আক্রমণের মুখে অস্বস্তিতে নরেন্দ্র মোদী সরকার। এবার সেই ঝাঁজ গড়িয়েছে আদালতে।

ভারতের কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রামবিলাশ পাসোয়ানের বিরুদ্ধে বিহারের এক আদালতে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে ফৌজদারী মামলা দায়ের হয়েছে। এতে খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ‘প্রতারণা ও বিভ্রান্ত করার’ অভিযোগ আনা হয়েছে।

মুজ্জাফ্ফরপুর মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মামলাটি করেছেন এম রাজু নায়ার নামে এক সমাজকর্মী।

নায়ার নামে সেই মামলাকারী বলেন, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণ করা রামবিলাশ পাসোয়ানের দায়িত্ব। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন মোদী সরকারের এই মন্ত্রী। এ কারণে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।

আগামী ১২ ডিসেম্বর মামলার শুনানির দিন স্থির করেছেন বিচারক মৌর্য কান্ত তিওয়ারি। এদিকে কলকাতায় পেঁয়াজের দাম উঠছে কেজি-

প্রতি ১২০ থেকে ১৩০ রুপি।

সূত্র : এই সময়

বাবরি মসজিদের সেই জায়গায় হাজারবার খুঁড়েও পাওয়া যায়নি মন্দিরের অস্তিত্ব

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের নিচে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হাজারবার খুঁড়েও কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ওই এলাকায় বেশ কয়েকবার খোঁড়াখুঁড়ি চালানো হয়েছে।

কিন্তু কোনো প্রতœতাত্তি¡কই মন্দির পাননি।
এমনকি সর্বশেষ ভারতের প্রতœতত্ব বিভাগ ‘দ্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’র (এআইএ) প্রতœতাত্তি¡ক খননেও কোনো মন্দির মেলেনি। এএসআই’র চূড়ান্ত রিপোর্টেও কোনো মন্দির থাকার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

সংস্থাটির দুই প্রতœতাত্তি¡কের মতে, মসজিদের নিচে প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ছিল। বাবরি মসজিদ ভূমি সংক্রান্ত মামলার রায়ে এএসআই’র রিপোর্টের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন ভারতের সুপ্রিমকোর্টি।

গত শুক্রবার দ্য ওয়ারের এক রিপোর্টে এসব তথ্য উঠে এসেছে। রিপোর্টটি ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে প্রথম প্রকাশ করা হয়েছিল।

এখন থেকে প্রায় ২৬ বছর আগে ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয় বর্তমান ক্ষমতাসীন বিজেপি, শিব সেনা ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উগ্রপন্থীরা। চলতি বছরের লোকসভা নির্বাচন সামনে করে এমনকি চূড়ান্ত রায়ের আগেই সেখানে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে চাপে রেখেছিল সংগঠনটি।

মসজিদ ধ্বংসের প্রায় ১০ বছর পর ২০০২ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াকে অযোধ্যার বিধ্বস্ত বাবরি মসজিদের জমিতে খনন কাজ চালানোর নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে প্রতœতাত্তি¡কদের একটি দল।

২০০৩ সালের আগস্টে ৫৭৪ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট কোর্টে জমা দেয় এএসআই। রিপোর্টে সংস্থাটি দাবি করে, বিধ্বস্ত বাবরি মসজিদের নিচে মাটি খুঁড়ে তারা একটি ‘বিশালাকার কাঠামো’ খুঁজে পেয়েছে। তবে সেটা যে কোনো মন্দিরের, এর পক্ষে কোনো প্রমাণ তারা তাদের রিপোর্টে বলেননি।

এএসআই’র এই রিপোর্ট নিয়ে আপত্তি ওঠে দলের অন্যান্য প্রতœতাত্তি¡কদের মধ্য থেকেই। রিপোর্টকে ‘অস্পষ্ট ও স্ববিরোধী’ নাকচ করে দেয় বাররি মসজিদ মামলার বাদী সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড।

রিপোর্ট নিয়ে আপত্তি জানানো দুই প্রতœতাত্তিক হলেন সুপ্রিয়া ভার্মা ও জয়া মেনন। উভয়েই সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষে এএসআই’র খননকার্যে অংশ নিয়েছিলেন।
এএসআই’র রিপোর্ট এবং এরপর এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে ২০১০

সালে ‘ইকনোমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি’ শীর্ষক জার্নালে একটি প্রবন্ধ লেখেন এই দুই প্রতœতাত্তি¡ক।

প্রবন্ধে তারা বলেন, ‘খননকালে এএসআই এমন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে যাতে মনে হয়েছে এএসআইর অন্য সদস্যরা মনে মনে আগেই একটা ফলাফল তৈরি করে রেখেছিলেন।’
এএসআই’র রিপোর্ট নিয়ে কেন আপত্তি জানিয়েছিলেন সে বিষয়ে স¤প্রতি হাফিংটন পোস্টকে এক সাক্ষাৎকারে সবিস্তারে জানিয়েছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পতœতত্ত¡ বিভাগের অধ্যাপক সুপ্রিয়া ভার্মা।

তিনি বলেন, ‘আজও পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, বাবরি মসজিদের নিচে কোনো মন্দির ছিল।’ তার মতে, ‘মসজিদের নিচে আসলে পুরনো মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ছিল।’

ইতিপূর্বে বাবরি মসজিদ এলাকায় আরও বেশ কয়েকবার খনন হয়েছিল বলে জানান ভার্মা। প্রথমবার ১৮৬১ সালে খনন করেন এএসআই’র প্রথম মহাপরিচালক আলেক্সান্ডার কানিংহাম। খোড়াখুড়িতে তিনিও ধ্বংষাবশেষ

পেয়েছিলেন। তবে সেগুলো কিছুটা বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থাপত্য ও বিহার ধরনের। কিন্তু এ বিষয়ে তার রিপোর্টে কিছু উল্লেখ নেই।

১৯৬৯ সালে দ্বিতীয়বারের মতো খনন করে বারানসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতœতত্ত¡ বিভাগ। তারা তাদের রিপোর্টে জানায়, ওই এলাকায় প্রাগৈতিহাসকি ও মধ্যযুগেও মানববসতি ছিল। তবে মন্দির বিষয়ক কোনো কথা বলেননি তারা।

নিজেস্ব প্রতিনিধি

৪০০০ বছরের পুরোনো রেসিপির পাঠোদ্ধার

হয়তো আপনি রন্ধনশিল্পী নন। রান্না-বান্নায় তত আগ্রহীও নন, কাজটাকে রীতিমতো ঝামেলা মনে করেন। তবে মাঝেমধ্যে অতিথি আপ্যায়নে বা কোনো খাবারের স্বাদ নিজের মতো করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় হয়তো আপনার রাঁধতে মন চায়। আর সে ক্ষেত্রে আপনার সম্বল হচ্ছে রান্নার একেবারেই ছকবাঁধা সাধারণ কিছু জ্ঞান। অর্থাৎ, আপনি জানেন, চুলা জ্বেলে তাতে হাঁড়ি বসিয়ে রান্না শুরু করতে হয়। এমন রান্না জ্ঞান নিয়েও ভিন্ন ঘরানার কিছু রাঁধতে এখন আর আপনি অথই সাগরে পড়েন না। সেই দিন অনেক আগেই শেষ হয়েছে। কারণ আপনার হাতের নাগালে আছে অনলাইন রেসিপি।
এই আধুনিকতায় বড় একটি সীমাবদ্ধতা তো রয়েছেই। কিছু জিনিস অনলাইনের কোটি কোটি রেসিপির মধ্যেও খুঁজে পাবেন না। যেমন ধরুন, কিছু রান্না আপনার মা দারুণ করেন। অন্যদের মতো একই উপাদান দিয়ে মা অমুক খাবারটি রাঁধেন। এরপর মা কী যেন একটা ঢালেন, এতে খাবারে চলে আসে অসাধারণ স্বাদ। ঠিক ওই স্বাদের খাবারটি তৈরিতে মায়ের সহায়তা আপনি নিতেই পারেন। যদি মা বেঁচে না থাকেন, আর সেই রান্না আপনি বা কেউ শিখে না রাখেন, তাহলে মায়ের সঙ্গে সেই খাবারের স্বাদ নেওয়ার ইচ্ছেকে জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

এত উদাহরণ দেওয়ার একটাই কারণ—এমন কিছু বিশেষ রেসিপির কথা তুলে

ধরা। এর একটি হলো ভেড়ার মাংসের পাতলা ঝোল। মূল রেসিপিতে যা যা লেখা আছে, এর সব নিয়ে রান্না শুরু করলেন। মাংস প্রস্তুত করা হয়েছে। পানি প্রস্তুত। খাঁটি দানাদার লবণ, যবের শুকনা কেক, পেঁয়াজ, পারস্যের বিশেষ পেঁয়াজ, দুধ, সব একত্র করে তাতে রসুন মাখালেন। তবে এর মধ্যে কী বাদ পড়ল, তা বাবুর্চির কাছ থেকে জেনে নেওয়া একদমই অসম্ভব। কারণ মূল রেসিপিটি যিনি লিখে গেছেন, তিনি চার হাজারের বেশি সময় আগে মারা গেছেন।

বিবিসি অনলাইনের খবরে বলা হয়, রন্ধনবিষয়ক আন্তর্জাতিক পণ্ডিতেরা এই রেসিপির পাঠোদ্ধারের কাজ করছেন। একই সঙ্গে তাঁরা বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো আরও তিনটি রেসিপি নিয়ে কাজ করছেন। এটা রন্ধনশালা সম্বন্ধীয় প্রত্নবিদ্যা। যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটির বেবিলন সভ্যতার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ট্যাবলেটের (তক্তায় খোদাই করে লেখা) পাঠোদ্ধার করে রান্নার স্বাদের মাধ্যমে ওই সংস্কৃতির রূপ বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। বেবিলন হচ্ছে প্রাচীন আক্কাদিয়ান ভাষার রাজ্য ও সাংস্কৃতিক এলাকা, যা কেন্দ্রীয় দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া ঘিরে গড়ে ওঠে। ১৮৯৪ খ্রিষ্টপূর্বে আমোরীয় শাসিত রাজ্যটির আবির্ভাব হয়। এর মধ্যে বেবিলনের ছোট প্রশাসনিক শহর ছিল। আর টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী দুটির মধ্যবর্তী এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে ঐতিহাসিক মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের অবস্থান ছিল। এখনকার ইরাকের বেশির ভাগ, কুয়েত, সিরিয়ার পূর্বাঞ্চল, তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব এবং তুরস্ক-সিরিয়া এবং ইরান-ইরাক সীমান্তে এর অবস্থান। ইতিমধ্যে বেশ কিছু রেসিপির পাঠোদ্ধারও হয়েছে।
প্রাকৃতিক ইতিহাসের ইয়েল পিবডি মিউজিয়ামের কাচের বাক্সে রাখা নরম মলাটের বইয়ের আকৃতির ট্যাবলেটগুলো দেখিয়ে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রাচীন এই সভ্যতা বিশেষজ্ঞ গোজকো বারজামোভিচ রেসিপিগুলো সম্পর্কে বলেন, এটা অনেকটা গান পুনর্গঠনের চেষ্টার মতো, কোনো একটি নোটের হেরফের থেকে পুরো বিষয়টি পাল্টে যাবে। তিনি ট্যাবলেটগুলো থেকে পাঠোদ্ধারের কাজ করছেন। চারটি ট্যাবলেটের মধ্যে তিনটি ১৭৩০ খ্রিষ্টপূর্বের এবং একটি এক হাজার বছর আগের। সব ট্যাবলেটই বেবিলন ও আসিরিয়াসহ মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের। পুরোনো তিনটি ট্যাবলেটে ২৫টি ঝোলযুক্ত খাবারের উপকরণসহ রেসিপি আছে। আরেকটিতে রয়েছে ১০টির বেশি রেসিপি। এগুলোতে রান্নার প্রক্রিয়া ও পরিবেশনের তথ্য আরও বিশদভাবে আছে। তবে সেগুলো অনেকখানি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পড়া যাচ্ছে না।

এই দলের সদস্য হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির খাদ্য রসায়নবিদ পিয়া সোরেনসেন বলেন, সেগুলো খুব বেশি তথ্যবহুল রেসিপি নয়। হয়তো চার লাইনের। ফলে অনেক বেশি অনুমানের সুযোগ রয়েছে। কাজ করতে গিয়ে যা

বোঝা যাচ্ছে, খাবারগুলোতে ঝোলের মাত্রা বেশি। এটা স্যুপের মতো।
রেসিপিগুলো নিয়ে কর্মরত হার্ভার্ড সায়েন্স অ্যান্ড কুকিং ফেলো প্যাট্রিসিয়া জুরাদো গনজালেজ বলেন, খাদ্য উপাদানগুলো আজ এবং চার হাজার বছর আগের একই। মাংসের টুকরা মানে মাংসের টুকরাই। পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে একই প্রক্রিয়া। এখানে একটি বিজ্ঞান রয়েছে, সেটা চার হাজার বছর আগে যা ছিল, এখনো তা আছে।

ইরাকের রন্ধশালাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং এ-বিষয়ক ইতিহাসবিদ নাওয়াল নাসরাল্লাহ বলেন, এটা খুব অবাক করা বিষয় যে, এখন ইরানের প্রধান খাবার যেটি তা হচ্ছে ঝোলের খাবার। এটা প্রাচীন সময়েও প্রধান খাবার ছিল। ইরাকে এটা এখন প্রতিদিনের খাবার তালিকায় থাকে। ঝোলযুক্ত তরকারি, ভাত, সঙ্গে রুটি। এটি সত্যিই মুগ্ধ হওয়ার মতো বিষয় যে, খাবারটি প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত টিকে রয়েছে।

আফগানিস্তানে মসজিদে হামলা, নিহত অন্তত ৬২

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ নানগারহারে জুমার নামাজ চলাকালীন মসজিদে দুটি বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ৬২ মুসল্লি নিহত এবং আরও অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছেন। প্রাদেশিক গভর্নরের মুখপাত্র আতাউল্লাহ খোগানি এ হামলার খবর নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম টোলো নিউজের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, নানগারহার প্রদেশের হাসকা মায়েনা জেলার জাও দারা নামক এলকায় মসজিদটি অবস্থিত। গভর্নরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টার দিকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

কর্মকর্তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, মসজিদটির ভেতরে বিস্ফোরক পুতে এবং লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। যখন মুসল্লিরা সবাই নামাজ আদায় করছিলেন তখন সেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। যারা আহত হয়েছেন তাদের অনেকের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

নাঙ্গারহার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সোহরাব কাদেরি জানিয়েছেন, হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। বিস্ফোরণের ধ্বংসস্তূপ থেকে মরদেহ এখনও বের করছে উদ্ধারকর্মী ও স্থানীয়রা। গভর্নরের মুখপাত্র আতাউল্লাহ জানান, বিস্ফোরণে মসজিদের ছাদ ধসে পড়েছে।

দেশটিতে নিয়মিত হামলা চালানো আফগান তালেবান মসজিদে হামলার দায় স্বীকার করেনি। এছাড়া কোনও জঙ্গি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এই হামলার দায় স্বীকার করা হয়নি। প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির মুখপাত্র সাদিক সিদ্দিকী টুইট বার্তায় এ হামলায় শোক প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার হুঁশিয়ারি

সিরিয়ায় তুরস্কের হামলাকে অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছে রাশিয়া। এই হামলা বরদাশত করা হবে না বলেও জানিয়েছে দেশটি। সিরিয়ায় মস্কোর বিশেষ দূত আলেকজান্দ্রার লাভ্রেনতেভ বলেছেন, ‘এটা (তুরস্ক-সিরিয়া সংঘাত) একেবারেই অগ্রহণযোগ্য…অবশ্যই আমরা এটা বরদাশত করব না।’

সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে কুর্দিদের পক্ষে মোতায়েন মার্কিন সেনাদের গত সপ্তাহে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এই ঘোষণা মাত্রই সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় সেনা জড়ো করে কুর্দিদের ওপর হামলা শুরু করে তুরস্ক। এই হামলায় তুরস্কের সঙ্গে রয়েছে সিরিয়ার বিদ্রোহী যোদ্ধারা। মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণায় হঠাৎ বিপাকে পড়ে যাওয়া কুর্দিরা শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার মধ্যস্থতায় সিরিয়ার সরকারি বাহিনীর সহায়তা চেয়ে চুক্তি করেছে। যদিও কুর্দি নেতা জানিয়েছেন, তাঁরা রাশিয়া ও সিরিয়ার ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না।

সমালোচকদের ভাষায়, গত সপ্তাহে ওই অঞ্চল থেকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের সেনা সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তুরস্ককে হামলার ‘সবুজ সংকেত’ দিয়েছে।
আজ বুধবার বিবিসি অনলাইনের খবরে বলা হয়েছে, রাশিয়া সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের প্রধান মিত্র। সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের সময় সিরিয়ায় মস্কোর বিশেষ দূত আলেকজান্দ্রার লাভ্রেনতেভ তুর্কি হামলাকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আগের চুক্তি অনুসারে, তুর্কি সেনাদের সিরিয়ার অভ্যন্তরে মাত্র ৫-১০ কিলোমিটার প্রবেশের এখতিয়ার রয়েছে। আর তুর্কিদের সেখানে স্থায়ীভাবে সেনা মোতায়েনের কোনো অধিকারও নেই। তিনি বলেন, সংঘাত এড়াতে সিরিয়া তুরস্কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

কুর্দিদের হটাতে সিরিয়ার উত্তরের শহর মানবিজে ঢুকে পড়েছে তুর্কি বাহিনী। ছবি: এএফপি

লাভ্রেনতেভ নিশ্চিত করেছেন, কুর্দি ও সিরিয়া সরকারের মধ্যে চুক্তির ব্যাপারে রাশিয়া মধ্যস্থতা করেছে। চুক্তি অনুসারে কুর্দি নেতৃত্বাধীন বাহিনী সিরিয়ার সেনাদের কাছ থেকে সামরিক সহায়তা পাওয়ার বিনিময়ে তাদের (কুর্দি) নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল দেশটির কাছে সমর্পণ করেছে।

২০১৫ সাল থেকে রুশ সৈন্য মোতায়েন রয়েছে সিরিয়ায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, সিরিয়া ও তুরস্কের মধ্যের ‘সংযোগ রেখায়’ রুশ সেনারা টহল দিচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর পেন্টাগন বলেছে, সিরিয়ার আইন ইসা শহরের কাছে মার্কিন সেনাদের দিকে এগিয়ে আসা তুর্কি সমর্থিত বাহিনীকে শক্তি প্রদর্শনে এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ও অ্যাপাচি হেলিকপ্টার গানশিপ মোতায়েন করা হয়েছে। চুক্তি ভঙ্গ করা ওই সেনারা মার্কিন বাহিনীর জন্য হুমকি নয়।

সীমান্তে স্থল হামলায় তুর্কিদের প্রধান মিত্র সিরিয়ার সাবেক বিদ্রোহীরা। তারা সিরিয়ার অভ্যন্তরে ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঢুকে পড়লেও রাস আল-আইনে কুর্দিদের শক্তিশালী প্রতিরোধের মধ্যে পড়ে। ছবি: এএফপিকুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সকে (এসডিএফ) লক্ষ্য করে হামলা শুরু করে তুর্কি সেনারা। ওই

অঞ্চল থেকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস) নির্মূলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করে এসডিএফ। তবে তুরস্ক উল্টো এসডিএফকে জঙ্গি সংগঠন বলে মনে করে। তুরস্ক সীমান্ত থেকে ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত ‘নিরাপদ এলাকা’ গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়ে সেখানে তুরস্কে অবস্থান নেওয়া সিরিয়ার শরণার্থীদের বড় একটি অংশকে পুনর্বাসনের কথা বলছে। তবে শরণার্থীদের অনেকেই কুর্দি না হওয়ায় তুরস্কের এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে কুর্দিরা জাতিগত নিধনের শিকার হতে পারে বলে সতর্ক করছেন সমালোচকেরা।

জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, তুরস্ক হামলা চালানোর পর সেখানে ডজন ডজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। কমপক্ষে ১ লাখ ৬০ হাজার মানুষ এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।

সূত্রঃ প্রথম আলো

জাতীয় রীতি ভেঙে ট্রাম্পের পক্ষ নিলেন মোদি

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে এই মুহূর্তে আমেরিকায় অবস্থান করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে তিনি এমন এক কাজ করলেন যা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির পরিপন্থী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছেন মোদি। টেক্সাসের হিউস্টনে স্থানীয় সময় রবিবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ইন্দো-আমেরিকান দর্শকের সামনে হাত-ধরাধরি করে নরেন্দ্র মোদি ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য ব্যাপকভাবে হইচই ফেলেছে। কিন্তু অনেকে তার চেয়েও বেশি অবাক হয়েছেন মোদি সরাসরি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আবার জেতানোর আহ্বান জানানোর কারণে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তথা প্রবীণ রাজনীতিবিদ ওমপ্রকাশ মিশ্র মনে করছেন নরেন্দ্র মোদি গত রাতে হিউস্টনে যা করেছেন ভারতের ইতিহাসে তা সম্পূর্ণ নজিরবিহীন। আরো যেটা অভূতপূর্ব তা হলো, একে অপরের পিঠ চাপড়ানি চললেও দেওয়া-নেওয়াটা কিন্তু হচ্ছে সম্পূর্ণ এক পক্ষে। মানে

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিন্তু এমন কিছু এবারে বলেননি যা মোদি সরকারকে নিজের দেশের ভেতরে সাহায্য করবে।

মেপ্র/প্রতিদিন মনিটর